শিল্পা শেট্টির জন্য আধকেজি ওজনের মিষ্টির অর্ডার, টানা দশ দিন খাওয়াবেন মন্ত্রী

ফ্রি রসগোল্লায় ব্রাত্য নন আমজনতাও

স্টাফ রিপোর্টার: শিল্পা শেট্টিকে খাওয়ানোর জন্য আধকেজি ওজনের পেল্লাই এক রসগোল্লার অর্ডার দিয়েছেন অভিনেতা কাম নাট্যকার কাম মন্ত্রী ব্রাত্য বসু!

অবশ্য শুধু বলিউডের সুন্দরী অভিনেত্রীই নন, ফ্রিতে রসগোল্লায় উদরপূর্তি করার সুযোগ আপামর বাঙালির সামনেও। বুধবার থেকে টানা দশদিন দমদমে উপস্থিত হলেই হবে। তবে আমজনতার জন্য সাধারণ মাপের রসগোল্লা। ইয়াব্বড় স্পেশাল পিস ওয়ান অ্যান্ড ওনলি শিল্পার জন্য।

এ হেন 'রসগোল্লা-পূর্তি'র কারণ কি বাংলার এই মিষ্টির সদ্য জিআই ট্যাগ প্রাপ্তি? প্রশ্ন শুনে একগাল হেসে মাথা নেড়েছেন মন্ত্রী। কিন্তু তাঁর দেওয়া স্পেশাল অর্ডারি পেল্লাই রসগোল্লার পুরোটাই মুম্বই সুন্দরী খাবেন কি? এই প্রশ্নে একটু অবশ্য থমকাচ্ছেন মন্ত্রী ও তাঁর লোকজন। যে উপলক্ষে এই আয়োজন সেই দমদম খাদ্যমেলা 'নালেঝোলে'-র কর্তা-ব্যক্তিদের ধারণা কেকের মতো কেটে পাতলা পিস এক টুকরো হয়তো মুখে তুলবেন শিল্পা। তবে তাঁর সামনে রাখা থাকবে অন্তত ৫০০ গ্রাম ওজনের সেই বিশালাকায় রসগোল্লা। ১৭ জানুয়ারি খাদ্যমেলার উদ্বোধনে সেটিই হবে সব থেকে দামী ছবি।

আগামী বুধবার থেকে দমদমের দাগা কলোনিতে শুরু হচ্ছে দমদম খাদ্যমেলা। পোশাকি নাম 'নালেঝোলে'। চলবে ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত। রসগোল্লার জিআই জয় উপলক্ষে সেই মেলার এবার মূল থিম রসগোল্লা। উদ্বোধনের প্রধান অতিথি শিল্পা শেট্টির জন্যই তাই আধকেজি ওজনের স্পেশাল রসগোল্লা। পাশাপাশি রোজ এক ঘণ্টা মেলায় ঘুরতে আসা মানুষজনকে এক ঘণ্টা ফ্রিতে রসগোল্লা খাওয়ানোও হবে। ফার্স্ট কাম-ফার্স্ট সার্ভ নিয়মে। উদ্বোধনের দিন থেকে রোজ বিকেল পাঁচটা থেকে এক ঘণ্টা থাকবে সেই

আয়োজন। জানাচ্ছেন এই অনুষ্ঠানেরই উদ্যোক্তা ব্রাত্য বসু।

ছোটবেলা থেকেই ব্রাত্যবাবু খাদ্যরসিক। তবে ঝালটাই তিনি একটু বেশি খান। মিষ্টিও প্রিয়। তার মধ্যে রসগোল্লা। তাঁর 'নালেঝোলে' খাদ্যমেলায় তিন হাজার রসগোল্লার বরাত দেওয়া হয়েছে। আর বিশেষ অতিথিদের জন্য বড় মাপের পনেরোটা রসগোল্লা।

শহরের বনেদি মিষ্টি ব্যবসায়ীরা কিন্তু কিছুতেই মানতে রাজি নন যে, এটা রসগোল্লা। তাঁরা বিশ্বাসই করছেন না যে, নিরেট ছানায় এমনটা তৈরি হতে পারে! তাঁদের যুক্তি, বহু চেষ্টার পরেও নিখাদ ছানায় এমন রসগোল্লা তৈরি করতে কেউ পারেনি। না দক্ষিণ কলকাতা, না ধর্মতলার 'রসগোল্লা সম্রাট', না উত্তর। নদিয়া-বর্ধমান নাকি চেষ্টা করেছে বলে দাবি করেছিল একবার। তার পরই দমদম খাদ্যমেলার জন্য এ যাবৎকালের সব থেকে বড় রসগোল্লা বানিয়ে ফেলেছে এই এলাকারই দুই মিষ্টির দোকান। এই পেল্লাই মাপের রসগোল্লা বানানোর বরাত পেয়েছে যারা।

উদরের সঙ্গে মনের যোগাযোগ যে প্রবল তা বহুদিন আগেই প্রমাণিত। রাজনীতির লোক হয়ে ওঠা ব্রাত্যবাবু সেই ফর্মুলা মেনেই টানা দশদিন ধরে এই রসগোল্লা মেলার আয়োজন করেছেন। মেলার আহ্বায়ক দক্ষিণ দমদম পুরসভার কাউন্সিলর দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, "এই মেলা ব্রাত্যবাবুর সঙ্গে এলাকার মানুষের মেলামেশার জায়গা। আর আড্ডা মারতে তিনি ভীষণ ভালবাসেন। যার মধ্য দিয়েই সব থেকে ভাল করে মানুষের সঙ্গে মেশা যায়। আর তার জন্য খাদ্যমেলার মতো আয়োজন তো অত্যন্ত উপাদেয়।"

তবে শুধু কি রসগোল্লা? তা আবার হয় নাকি! ঝাল বা নোনতা প্রেমীদের জন্যও হরেক পদ থাকছে। থাকছে চিকেন কাটলেট, ফিশ ফ্রাই, ঝাল ঝাল বার্বিকিউ সসে ভাজা মোমো, হরেক কিসিমের কাবাব, চিকেন রোস্ট, গ্রিলড চিকেন, কবিরাজি, লুচি-আলুর দম, পোলাও-কোপ্তা, পাতুরি, হালকা বিরিয়ানি, পিঠে-পুলি, জিভে গজা, রাজভোগ, পাটিসাপটা-মালপোয়ার এলাহি আয়োজন।

শুধু উদরপূর্তির ওয়াস্তা!